বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশন

১২২, (পুরাতন), ১৮ (নতুন), আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।



গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশন

১২২, (পুরাতন), ১৮ (নতুন), আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র

সূচী পত্র ঃ

ধারা-১	ঃ	শিরোনাম ও পরিচিতি।
ধারা-২	ঃ	সংজ্ঞা।
ধারা-৩	ঃ	প্রধান কার্যালয়।
ধারা-৪	ঃ	কার্যক্রমের আওতা।
ধারা-৫	ঃ	উদ্দেশ্য।
ধারা-৬	ঃ	এফিলিয়েটেড সংগঠনসমূহ।
ধারা-৭	ঃ	সাধারণ পরিষদ।
ধারা-৮	ঃ	সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা।
ধারা-৯	ঃ	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা।
ধারা-১০	ঃ	নির্বাহী কমিটি।
ধারা-১১	ঃ	নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব।
ধারা-১২	ঃ	সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির মেয়াদ।
ধারা-১৩	ঃ	কার্য বৎসর।
ধারা-১৪	ঃ	অর্থ বৎসর।
ধারা-১৫	ঃ	নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের ক্ষমতা।
ধারা-১৬	ঃ	বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন।
ধারা-১৭	ঃ	সভার বিজ্ঞপ্তি।
ধারা-১৮	ঃ	সভার কোরাম।
ধারা-১৯	ঃ	ফেডারেশনের তহবিল।
ধারা-২০	ঃ	নির্বাচন।
ধারা-২১	ঃ	প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ-বিধি।
ধারা-২২	ঃ	বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ।
ধারা-২৩	ঃ	গঠনতন্ত্র সংশোধনী।
ধারা-২৪	ঃ	গঠনতন্ত্র বিধি উপ-বিবিধ ব্যাখ্যা।
ধারা-২৫	ঃ	গঠনতন্ত্রের কার্যকারিতা।

ধারা-১ ঃ শিরোনাম ও পরিচিতি ঃ

১.১ এই প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ "বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশন" সংক্ষেপে বাংলায় বিএসটিএ এবং ইংরেজিতে BSTA ব্যবহৃত হইবে।

১.২ সেপাক টাকরো শৈল্পিক গতিময়, প্রাণবন্ত এবং উত্তেজনাপূর্ণ খেলা। অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে, অল্প জায়গায় খেলাটি সংগঠিত করা যায়। চুড়ান্ত শারীরিক সক্ষমতা নির্ভর, প্রখর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ, দমসম্পন্ন শৈল্পিক সৌন্দর্যমন্ডিত এই খেলা যাহাতে আঘাত সম্ভাবনা প্রায় নাই বলিলেই চলে।

১.৩ মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে খেলাটির প্রাথমিক লালন-পালন উত্তরণ ও সমৃদ্ধির পর সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা মহাদেশে সেপাক টাকরো'র প্রচার প্রসার ও প্রভুত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। বালক, বালিকা হইতে শুরু করিয়া গ্রামীণ, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল স্তরে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত খেলাটি বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গণে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়া নিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশে সেপাক টাকরো খেলা প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। এ খেলাটি এশিয়ান গেমস, এশিয়ান ইনডোর গেমস ও এশিয়ান বীচ গেমসে অন্তর্ভূক্ত আছে।

ধারা-২ সংজ্ঞা ঃ

২.১ বিশেষভাবে উল্লেখিত না হইলে এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত "এসোসিয়েশন" বলিতে "বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশন" বুঝাইবে।

২.২ "গঠনতন্ত্র" বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের এই গঠনতন্ত্র বুঝাইবে।

২.৩ "জেলা" "উপজেলা/থানা" "বিভাগ" প্রভৃতি দ্বারা প্রশাসনিক জেলা উপজেলা/থানা, বিভাগকে বুঝাইবে।

২.৪ "অঞ্চল" বলিতে বিএসটিএ কর্তৃক নির্ধারিত এলাকা বুঝাইবে।

২.৫ "সদস্য সংস্থা" বলিতে বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের এফিলিয়েটেড সেপাক টাকরো সংস্থাসমূহকে বুঝাইবে।

২.৬ "সাধারণ পরিষদ" বলিতে "বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদকে বুঝাইবে।

২.৭ "নির্বাহী কমিটি" বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটিকে বুঝাইবে।

২.৮ বিধি, উপ-বিধি বলিতে বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের প্রণিত অথবা অনুমোদিত সেপাক টাকরো খেলা সংগঠন ও পরিচালনার আইন কানুনকে বুঝাইবে।

২.৯ BSTA বলিতে Bangladesh Sepak Takraw Association কে বুঝাইবে, ASTF বলিতে Asian Sepak Takraw Federation কে বুঝাইবে, ISTF বলিতে International Sepak Takraw Federation কে বুঝাইবে।

ধারা-৩ প্রধান কার্য্যালয় ঃ

৩.১ বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

৩.২ এসোসিয়েশনের নিজস্ব পতাকা ও একটি প্রতীক থাকিবে যাহা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

ধারা-৪ কার্যক্রমের আওতা ঃ

বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত হইবে।

ধারা-৫ উদ্দেশ্য ঃ

৫.১ বাংলাদেশ সেপাক টাকরো খেলার প্রসার, মানোন্নয়ন এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে এসোসিয়েশনের সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে বাংলাদেশে সেপাক টাকরো কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা।

৫.২ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেপাক টাকরো প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৫.৩ সেপাক টাকরো খেলায় উৎকর্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক মহাদেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল প্রতিযোগিতায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

৫.৪ দেশে উন্নতমানের সেপাক টাকরো খেলা, প্রতিযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক মানের রেফারী তৈরীর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

৫.৫ সেপাক টাকরো খেলাকে জনপ্রিয় করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন মাত্রা ও অধিক আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা প্রচেষ্টা।

৫.৬ সেপাক টাকরো খেলাকে সার্বজনীন খেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করিবার লক্ষ্যে স্কুলসহ মাঠ পর্যায়ে সব প্রতিষ্ঠানে সেপাক টাকরো খেলার প্রচলন করিয়া তাহাদের এফিলিয়েশন রাখা। আঞ্চলিক, মহাদেশীয় এবং বিশ্ব সেপাক টাকরো সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ রক্ষা।

৫.৭ পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে সেপাক টাকরো খেলার বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।

৫.৮ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন (বিওএ) এর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা ও তাহাদের সাহায্য সহযোগিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

ধারা-৬ ঃ এফিলিয়েটেড সংগঠনসমূহ ঃ

৬.১ নিম্নোক্ত সংগঠন/সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের এফিলিয়েটেড থাকিবেঃ

(ক) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(খ) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(গ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(ঘ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ

(চ) বাংলাদেশ আনসার ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(ছ) প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

(জ) প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়

(ঝ) বিকেএসপি (বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

(ঞ) ব্যাংক/শিল্প প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য অফিস দল

(ট) জেলা ক্রীড়া সংস্থা (একজন প্রতিনিধি)

(ঠ) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা (একজন প্রতিনিধি)

৬.২ ৬.১ এ উল্লেখিত সংস্থাসমূহ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত বাৎসরিক চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে এসোসিয়েশনে এফিলিয়েটেড থাকিতে পারিবে। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের মধ্যে এফিলিয়েশন ফি প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় এফিলিয়েশন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। সেক্ষেত্রে বকেয়া এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধ পূর্বক এফিলিয়েশেন নবায়ন করা যাইবে।

ধারা-৭ সাধারণ পরিষদ ঃ

৭.১ বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে। এই পরিষদ এসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হইবে।

৭.২ ৬ ধারায় উল্লেখিত সংস্থাসমূহ নির্বাচনের পূর্ববর্তী চার বছরের মধ্যে ন্যূনতম দুইবার জাতীয় সেপাক টাকরো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিলে সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারিবে। অনিবার্য কোন কারণে দুইটি জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত না হইলে সেই ক্ষেত্রে সর্বশেষ জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ আবশ্যক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হইবে।

৭.৩ ইহা ছাড়াও বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশন পরিচালিত মহানগরী সেপাক টাকরো লীগসমূহ হইতে নিম্নোক্ত প্রতিনিধিবৃন্দ সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

(ক) পুরুষ সেপাক টাকরো লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাব সমূহের অনধিক ১৫ জন প্রতিনিধি।

(খ) মহিলা সেপাক টাকরো লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাব সমূহের অনধিক ১০ জন প্রতিনিধি।

(গ) সেপাক টাকরো খেলার জাজেস/রেফারী এসোসিয়েশন-এর ১ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

(ঘ) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভূক্ত হবেন (যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে)।

(ঙ) স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/সংগঠক সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

৭.৪ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা হইতে দু'জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

৭.৫ প্রাক্তন সেপাক টাকরো খেলোয়াড়, সংগঠক, স্পন্সর, সেপাক টাকরো খেলার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত স্বীকৃতি প্রাপ্ত, এফিলিয়েটেড সংগঠন, পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্য থেকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সর্বমোট ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

৭.৬ এশিয়া এবং বিশ্ব সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটিতে কার্যরত বাংলাদেশী প্রতিনিধি তাঁর কার্যকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

৭.৭ নির্বাচনের অব্যবহতি পূর্বের নির্বাহী কমিটির সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক পরিষদের সদস্য হইবেন।

ধারা-৮ সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

৮.১ এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র সংশোধন।

৮.২ নির্বাহী কমিটি নির্বাচন।

৮.৩ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত বার্ষিক আয়-ব্যায়ের হিসাব-নিকাশ ও অডিট রিপোর্ট আলোচনা ও অনুমোদন।

৮.৪ এসোসিয়েশনের বাজেট অনুমোদন।

৮.৫ এসোসিয়েশনের বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জী অনুমোদন।

৮.৬ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদান।

৮.৭ সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পর্যালোচনা।

ধারা-৯ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ঃ

সাধারণ পরিষদের সভা পরিষদের সময়কালে অন্ততঃ দুইটি অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

৯.১ নির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা, সংস্থা এবং ক্লাব থেকে প্রতিনিধি নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন (নাম ও পদবীসহ) বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সম্পন্ন করিতে হইবে।

৯.২ সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সভার আলোচ্যসূচী ঃ

ক) সংবিধান বিষয়ক আলোচনা।

খ) নির্বাহী কমিটি নির্বাচন (নির্বাচনী বছরে)।

গ) সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন।

ঘ) অডিটকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

ঙ) অডিটর নিয়োগ।

চ) বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জীর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন।

ছ) প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয় আলোচনা ও অনুমোদন (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে) ভিত্তিতে করিতে হইবে।

ধারা-১০ নির্বাহী কমিটি ঃ

১০.১ বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের নিম্নোক্ত নির্বাহী কমিটি থাকিবেঃ

(ক) সভাপতি	ঃ	১ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)
(খ) সহ-সভাপতি	ঃ	৪ জন (নির্বাচিত)
(গ) সাধারণ সম্পাদক	ঃ	১ জন (নির্বাচিত)
(ঘ) যুগ্ম সম্পাদক	ঃ	২ জন (নির্বাচিত)
(ঙ) কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১ জন (নির্বাচিত)
(চ) সদস্য	ঃ	১৬ জন (নির্বাচিত)
(ছ) সদস্য	ঃ	২ জন (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)

মোট ঃ ২৭ জন

১০.২ নব-নির্বাচিত কমিটির কাছে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দায়িত্বভার অর্পণ না করিলে ১৬তম দিন হইতে নব-নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ধারা-১১ ঃ নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ঃ

ক) এসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিত সভায় মিলিত হইবে।

খ) এসোসিয়েশনের সকল সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবে।

গ) এসোসিয়েশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

ঘ) এফিলিয়েটেড সকল সংস্থা ও সদস্যদের শৃঙ্খলাভংগের ক্ষেত্রে বিধান করিবে এবং বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করিবে।

ঙ) এসোসিয়েশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করিবে এবং কমিটি ও উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করিবে।

চ) কর্মচারী নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও বেতন ভাতা নির্ধারণ করিবে।

ছ) সর্বক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে কোন এফিলিয়েটেড সংস্থা বা সদস্য কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে লিখিত প্রতিবাদ করলে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী সাধারণ সভা উপস্থাপনের জন্য সেই প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিবেন।

জ) প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে নির্বাহী কমিটির সভার আয়োজন করা যাইবে।

ঝ) নির্বাহী কমিটির (সভাপতি ছাড়া) যে কোন সদস্যের পদত্যাগ, মৃত্যু, অপসারণ, অপ্রকৃতিস্থ বা আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া পদ শূণ্য হইলে সভাপতি নির্বাহী কমিটির সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উক্ত পদ পূরণ করিতে পারিবেন।

ঞ) সাধারণ পরিষদ কিংবা নির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্য ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বিরোধী বা নীতিবহির্ভূত কাজের জন্য নির্বাহী কমিটি উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। পূর্ব অবহিতকরণ (লিখিত) ব্যতীত কোন সদস্য পর পর তিন সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্যপদ আপনা আপনি বাতিল হইবে। তবে পরবর্তী সাধারণ সভায় উহা অবহিত করিতে হইবে।

ধারা-১২ ঃ সাধারণ পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটির মেয়াদ ঃ

ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে ৪ (চার) বৎসর। (দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে মেয়াদ কার্যকর হইবে)।

ধারা-১৩ ঃ কার্য বৎসর ঃ

১৩.১ বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের কার্যকাল ধরা হইবে ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩০ জুন পর্যন্ড়।

১৩.২ এই কার্য বৎসরের ভিত্তিতেই ক্রীড়াঙ্গী ও বাজেট এবং অন্যান্য কার্যক্রম সীমিত রাখিতে হইবে।

ধারা-১৪ ঃ অর্থ বৎসরঃ

অর্থ বৎসর ধরা হইবে ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী ৩০ জুন পর্যন্ত।

ধারা-১৫ ঃ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ঃ

১৫.১ (ক) সভাপতি ঃ

(১) তিনি সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়িলে তিনি নিজের অধিকার ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) এসোসিয়েশনের সার্বিক পরিচালনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৪) তিনি সহ-সভাপতির কার্যাবলী বন্টন করিবেন।

১৫.২ সহ- সভাপতি ঃ

(১) সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত যেকোন সহ-সভাপতি সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) সভাপতি কিংবা নির্বাহী কমিটি প্রদত্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

(৩) সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যকে সভাপতি নির্বাচন করিয়া সভা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

১৫.৩ সাধারণ সম্পাদক ঃ

(ক) তিনি এসোসিয়েশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। তিনি এসোসিয়েশনের কল্যাণকর কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকিবেন এবং সভাপতির সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

(খ) তিনি সভাপতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করিবেন। তিনি সভার আলোচ্য বিষয় নথিভূক্ত করিবেন এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

(গ) তিনি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে এসোসিয়েশন পরিচালনা করিবেন।

(ঘ) তিনি এসোসিয়েশনের কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

(ঙ) তিনি সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ এর সঙ্গে যুগ্ম দস্তখতে ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(চ) জরুরী খরচ মিটানোর জন্য তিনি নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ ইমপ্রেস্ট মানি হাতে রাখিতে পারিবেন এবং খরচ শেষে সমন্বয় সাধন করিবেন।

(ছ) তিনি বিভিন্ন উপ-কমিটির কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করিবেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ নির্দেশ জারী করিবেন এবং পদাধিকার বলে সদস্য থাকিবেন।

(জ) তিনি সরকারী অনুদান ছাড়াও প্রতিযোগিতা ভালভাবে অনুষ্ঠান করার জন্য পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ ও অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকিবেন।

(ঝ) তিনি যুগ্ম-সম্পাদকদের দায়িত্ব বন্টন করিবেন।

১৫. ৪ ঃ যুগ্ম সম্পাদক ঃ

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সম্পাদক-১, তাহার অনুমোদিত কার্যাবলী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন। যুগ্ম সম্পাদক-২, সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৫.৫ ঃ কোষাধ্যক্ষ

ক) তিনি এসোসিয়েশনের পক্ষে সর্ব অর্থ সংগ্রহ ও গ্রহণ করিবেন। সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমা দিবেন এবং এসোসিয়েশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিবেন।

খ) অডিটর কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের তালিকা তিনি সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

গ) তিনি এসোসিয়েশনের তহবিলের যাবতীয় দাযিত্ব পালন করিবেন।

ঘ) তিনি এসোসিয়েশনের ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনার অন্যতম যুগ্ম স্বাক্ষরকারীর দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঙ) কমিটি সমূহের কার্য সম্পাদনে অর্থের সংযোগ থাকিলে পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকিবেন।

ধারা-১৬ ঃ বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন ঃ

নির্বাহী কমিটি বিভিন্ন খেলা, প্রশিক্ষণ এবং কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি গঠন পূর্বক তাহাদের কার্য পরিধিসহ বিস্তারিত বিধানাবলী অনুমোদন করিয়া দিবেন।

ধারা-১৭ ঃ সভার বিজ্ঞপ্তি

১) সভার অন্তত: ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

২) নির্বাহী কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে জারী করিতে হইবে।

৩) সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে কমিটি ও উপ-কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

৪) সকল কমিটি ও উপ-কমিটির ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া জরুরী সভা করিতে পারিবে।

৫) জরুরী সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না এবং একটির বেশী আলোচ্যসূচী থাকিবে না।

৬) কোন সভা মূলতবী হইলে উহা পুনঃঅনুষ্ঠানের জন্য কোন সময়ের প্রয়োজন হইবে না।

৭) সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের আবেদনের আলোকে এসোসিয়েশন সভাপতি যে কোন সময় ন্যূনপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৮) সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির কোন সভা যদি কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত না হইতে পারে তবে মূল তারিখ ও সময়ের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

ধারা-১৮ ঃ সভার কোরাম ঃ

১) সাধারণ পরিষদের নির্বাহী কমিটি ও উপ-কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠানের "কোরাম" বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২) বর্ধিত সভা এবং মূলতবী সভার কোন কোরামের প্রয়োজনে হইবে না।

৩) যে কোন জরুরী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

ধারা-১৯ ঃ এসোসিয়েশনের তহবিল ঃ

ক) সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জাতীয় অলিম্পিক কমিটি হইতে প্রাপ্ত অনুদান বিদেশ হইতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তি বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত চাঁদা/দান এবং টিকেট বা বিজ্ঞাপন হইতে প্রাপ্ত এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক চাঁদা/লীগের এফিলিয়েশন/ যে কোন প্রতিযোগিতা হইতে প্রাপ্ত অর্থ হইবে এসোসিয়েশনের তহবিলের উৎস।

খ) এসোসিয়েশনের তহবিল এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন সরকারী/বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত থাকিবে।

গ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিনজনের মধ্যে যে কোন দুইজনের যুগ্ম-স্বাক্ষরে এসোসিয়েশনের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

ঘ) এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটি নিজস্ব হিসাব পরিচালনার পদ্ধতি অনুমোদন করিতে পারিবে।

ধারা-২০ ঃ নির্বাচন ঃ

২০.১ নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন এবং যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২০.২ নির্বাচনের ফলাফল প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের ক্রমানুসারে সহ-সভাপতি ১-৪, যগ্ম-সম্পাদক ১ ও ২ এবং সদস্যদের ক্ষেত্রে ভোট প্রাপ্ত সংখ্যাধিকার ক্রমানুসারে স্থান নির্ধারণ হইবে।

২০.৩ নির্বাচনের ২১ (একুশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় দলিল ও তথ্য প্রদান করিতে হইবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী সিডিউল ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন।

২০.৪ এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন কোন কারণে বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হইলে নির্বাচন কমিশন ভোটারদের নির্দিষ্ট স্থানে আহ্বান পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

ধারা-২১ ঃ প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ বিধিঃ

ক) এসোসিয়েশনের আয়োজিত ও পরিচালিত সকল প্রতযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন বিধি ও উপ-বিধি এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইবে।

খ) এসোসিয়েশন এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা কোন উম্মুক্ত বা আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোতিার পূর্ণাঙ্গ বিধি ও উপ-বিধি প্রনয়ণ এবং তাহা এসোসিয়েশনের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

ধারা-২২ ঃ বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ ঃ

ক) এসোসিয়েশন এফিলিয়েটেড কোন সদস্য সংস্থা নিজস্ব প্রচেষ্টায় বিদেশে সেপাক টাকরো দল প্রেরণ করার পূর্বে এসোসিয়েশনের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

খ) বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা নিজ প্রচেষ্টা কোন বিদেশী দলকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাইতে আগ্রহী হইলে পূর্বেই এসোসিয়েশনের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

ধারা-২৩ ঃ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী ঃ

১) বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের কোন ধারা সংশোধনের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্য বিষয়টি এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করিবেন। নির্বাহী কমিটি সাধারণ সভার অন্ততঃপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যদের কাছে প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন।

২) কোন ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত কারণ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ সম্পাদক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে সাধারণ পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য স্বাক্ষর সহকারে সংশোধনী প্রস্ড়াব সাধারণ পরিষদের সভার ৩০ দিন পূর্বে জারী করা যাইবে।

৩) সাধারণ পরিষদের সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে সংশোধন প্রস্তাব পাশ হইবে।

ধারা-২৪ ঃ গঠনতন্ত্র, বিধি বা উপ-বিধির ব্যাখ্যা ঃ

২৪.১ বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্রের যে কোন অনুচ্ছেদ কিংবা বিধি বা উপ-বিধির ব্যাখ্যা দান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি থাকিবে। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তে কেউ ক্ষুব্দ হইলে নির্বাহী কমিটির কাছে আপিল করিতে পারিবে। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪.২ গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, বিধি, উপ-বিধির বিরুদ্ধে কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা যাইবে না। অবশ্য, গঠনতন্ত্রের ধারা, উপ-ধারা বিধি, উপ-বিধির অথবা তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যার আলোকে কোন আইনানুগ জটিলতা দেখা দিলে মধ্যস্থকারী হিসাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে জটিলতার সমাধান করা যাইতে পারে।

ধারা-২৫ ঃ গঠনতন্ত্রের কার্যকারিতা ঃ

ক) এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ) অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলে গণ্য হবে না।

-ঃ সমাপ্তঃ-